সংবাদ

তারিখ ..23 OCT 2015...
পৃষ্ঠা ...৫... কলাম ...৪...

নানা সমস্যায় জর্জরিত নজরুল পাবলিক লাইব্রেরি

রবীন্দ্রনাথ অধিকারী, গোপালগঞ্জ

গোপালগঞ্জের নজরুল পাবলিক লাইব্রেরি নানান সমস্যায় জর্জরিত। এখানে পাঠক আসে না, ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজনীয় বই নাই, ব্যবস্থাপনার অভাব। ফলে লাইব্রেরির এখন নাজুক অবস্থা। এস, এম, মডেল উচ্চবিদ্যালয়ের সাবেক বিজ্ঞানের শিক্ষক ও বর্তমান লাইব্রেরিয়ান মাঈন উদ্দীন বলেন, আজকাল নজরুল পাবলিক লাইব্রেরিতে কোনদিন একজন বা কোনদিন দু'জন পাঠক উপস্থিত হন। কোনদিন তিনজন পাঠকও উপস্থিত হন। তবুও লাইব্রেরি খোলা রাখি এই আশায় যে, একজন পাঠকও যদি বেশি আসেন এবং বইপড়ে জীবনকে আলোকিত করতে পারেন।

তিনি নজরুল পাবলিক লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান হিসেবে ১৯৫৮ সাল থেকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। নিয়মিত লাইব্রেরিতে আসা তার নেশা হয়ে গেছে। লাইব্রেরিতে অধিক পাঠকের বা পড়ুয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে তিনি অত্যধিক আনন্দিত হতেন বলে জানান। গোপালগঞ্জের জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের দক্ষিণে অবস্থিত তের হাজার গ্রন্থ সংবলিত নজরুল পাবলিক লাইব্রেরির পাশ দিয়ে প্রতিদিন শত শত পথচারী যাচ্ছেন/আসছেন। সড়কের পার্শ্ববর্তী চায়ের দোকানে বসে অনেকেই ঘন্টার পর ঘন্টা আড্ডা দিচ্ছেন। কোর্ট-কাচারীর কাজে বাধ্য হয়ে কারও জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করছেন। পাশেই সরকারি বঙ্গবন্ধু বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের কয়েক হাজার শিক্ষার্থীর অবস্থান। এস,এম, মডেল উচ্চবিদ্যালয়ের দেড় হাজার শিক্ষার্থীর অবস্থানও বেশি দূরে নয়। শিক্ষার্থীদের কারও মনে কি লাইব্রেরিতে এসে জ্ঞানার্জনের স্পৃহা অনুভূত হয় না? জ্ঞানের ভুবনে পা দিয়ে আলোকিত জীবন গড়ার ইচ্ছা কি জাগ্রত হয় না?

আমাদের বর্তমানের এই ঘুণে ধরা অবস্থা থেকে এবং সমাজ জীবনের এই সীমাহীন অবক্ষয় থেকে উত্তরণের একটাই মাত্র পথ খোলা আছে সেটা হল, প্রচুর বই পড়ে এবং প্রচুর জ্ঞান অর্জন করে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলা। আজকাল শিক্ষার্থীরা পাঠাগার বিমুখ হয়ে যাচ্ছেন। গোপালগঞ্জ শহরের সরকারি বঙ্গবন্ধু বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ও এস,এম, মডেল উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নজরুল পাবলিক লাইব্রেরিতে আসছেন না। মাঈন উদ্দীন সাহেব ১৯৫৮ সাল থেকে লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান হিসেবে সরকারি কোন ভাতা বা সম্মানী পাচ্ছেন না। একজন বার্ধক্যগ্রস্ত জ্ঞানীব্যক্তি যজ্ঞের ধনের মতো জ্ঞানভান্ডার পাহারা দিয়েও মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কোন সরকারি ভাতা বা সম্মানী পাচ্ছেন না । গোপালগঞ্জের প্রয়াত এ্যাডভোকেট আবদুর রশীদ খান ঠাকুরের পিতা করনেশন পাবলিক লাইব্রেরির পরিচালক ছিলেন। করনেশন পাবলিক লাইব্রেরি থেকে প্রয়াত এ্যাডভোকেট আবদুর রশীদ খান ঠাকুরের সম্পাদনায় "মধুমতি" নামে একটি উন্নতমানের সাহিত্য সাময়িকী প্রকাশিত হত। নজরুল পাবলিক লাইব্রেরিতে, মধুমতির কয়েকটি সংখ্যা আজও সংরক্ষিত আছে।

দীর্ঘদিন ধরে সরকারি ভাতা বা সম্মানী না পেয়েও মাঈন উদ্দীন সাহেবের কোন অভিযোগ বা অভিমান নেই। তিনি চান তার স্থানে একজন যোগ্যতম ব্যক্তি নজরুল পাবলিক লাইব্রেরির দায়িত্ব পালন করুক এবং যোগ্যতম উত্তরসূরি ব্যক্তিটি নিয়মিত ভাতা পাক। নজরুল পাবলিক লাইব্রেরি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হোক এবং পাঠকদের পদচারণা ও কলকাকলিতে লাইব্রেরি সরগরম হোক। পাঠকরা প্রচুর বই পড়ে জ্ঞানার্জন করে আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠুক।